মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা, বাগেরহাট।

বিষয়ঃ ১২-০৯-২০১৯ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত মবক'র মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	রিয়ার এডমিরাল এম মোজাম্মেল হক, বিএন, চেয়ারম্যান।
তারিখ	:	১২-০৯-২০১৯ খ্রিঃ।
সময়	:	১০.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	মবক এর সভা কক্ষ।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:-

১। গত ২৭-০৫-১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

২। বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
১.	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্য কর্মসূচি।	১। মার্চ, ২০২০ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থাসমূহ নিয়ে বঙ্গবন্ধু বক্তৃতার সংকলন প্রকাশ। ও নদী ও নৌপথ এবং এ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সংকলন প্রকাশ। ২। মার্চ, ২০২০ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত ছবি নিয়ে এ্যালবাম তৈরি ও তা বিভিন্ন দূতাবাসসহ অন্যান্য স্থানে বিতরণ। ৩। মার্চ, ২০২০ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত ৫-১০ মিনিটের ডকুমেন্টারি তৈরি (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যসহ)। ৪। আগষ্ট, ২০২০ জাতীয় শোক দিবস পালনে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ। ৫। ১০ জানুয়ারি, ২০২১ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন।	১৭ মার্চ ২০২০ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে গত ০৯-০৯-১৯ তারিখে মবকতে অনুষ্ঠিত সভায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।	অর্থ ও হিসাব বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ (ই, আর শাখা)
২.	০৬ অক্টোবর ২০১৯ বিশ্ব নৌ দিবস উদযাপন সংক্রান্ত	১। ০৬ অক্টোবর ২০১৯ চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা বন্দর ও সকল নদী বন্দর:- সেমিনারঃ বিষয়- সমুদ্র নিরাপত্তা ক) র‍্যালি (৭/৮ অক্টোবর ২০১৯) খ) বিচ/নদী ক্লিনিং (সুবিধামত সময়/তারিখে) গ) পোর্ট ক্লিনিং (সুবিধামত সময়/তারিখে) ঘ) পথ নাটক/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (সুবিধামত সময়ে) ২। বিশ্ব নৌ দিবসে বন্দর এলাকা আলোকসজ্জিতকরণ / শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানে নৌ নিরাপত্তা, সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতামূলক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন/উল্লেখযোগ্য স্থানে ডিসপ্লে বোর্ড প্রদর্শন/ব্যানার, ফেস্টুন দ্বারা বন্দর এলাকা সজ্জিতকরণ।	গত ০৯-০৯-১৯ তারিখে মবকতে অনুষ্ঠিত সভায় ০৬ অক্টোবর ২০১৯ বিশ্ব নৌ দিবস উদযাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।	ই, আর শাখা, সম্পত্তি শাখা ও সিঃ হাঃ বিভাগ

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
৩.	**অনিষ্পন্ন বিষয়াদিঃ**			
	(ক) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়োগবিধি সংশোধন প্রসঙ্গে।	ক) মোংলা বন্দরের নিরাপত্তাকর্মীদের নিয়োগবিধি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং এ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ক) মোংলা বন্দরের নিরাপত্তাকর্মীদের সংশোধিত নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য গত ০৪-০৭-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম হতে গত ০৪-০৮-১৯ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নৌপম এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)
	খ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সেট-আপে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর ০১টি পদ সৃষ্টিসহ তার দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ০৩টি পদসহ মোট ০৪টি পদ সৃষ্টিকরণ।	খ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আগামী সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন দাখিল করবে।	খ) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ ০৪টি পদ সৃজনের অনুমোদনের বিষয়ে গত ১৬-০৭-১৯ তারিখে নৌপম হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাগেরহাট ও খুলনা, ডিসি মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	
	গ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সেট-আপ (সাংগঠনিক কাঠামো) যুগোপযোগীকরণ।	গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আগামী সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব দাখিল করবে।	গ) মবক'র নিয়োগ প্রবিধানমালা ও সাংগঠনিক কাঠামো একত্রে হালনাগাদ করে প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। উল্লেখ্য যে, মবক'র মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মবক'র সেট আপ বিষয়ে মবক'র প্রত্যেক বিভাগীয় প্রধান এবং সিবিএ এর সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক এ বিষয়ে আলাদা আলাদা সুপারিশ প্রদান করবেন। উক্ত সুপারিশ বোর্ড সভায় অনুমোদনের পর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অক্টোবর ১৯ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
৪.	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে	১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থার বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগ বিধি, কোটা বিভাজনের যথাযথ বিধি প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা কর্তৃক নিম্নোক্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়ঃ- বর্তমানে মবকতে ১৭৯৯ টি শূন্য পদের মধ্যে ৯২০টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। ছাড়পত্রপ্রাপ্ত পদের মধ্যে ১০৮ টি শূন্য পদে প্রার্থীদের নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী যোগদান করেছেন। আরও ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী আগামী ১৫-০৯-১৯ তারিখে যোগদান করবেন। অবশিষ্ট শূণ্য পদের মধ্যে এলডিএ ৮০ টি পদের বিপরীতে মামলা চলমান থাকায় অবশিষ্ট ১৪৩ টি পদ পূরণের লক্ষ্যে আগামী ১৩-০৯-১৯, ১৪-০৯-১৯, ২০-০৯-১৯, ২৭-০৯-১৯, ০৪-১০-১৯ ও ০৫-১০-১৯ তারিখে পরীক্ষার দিন ধার্য্য আছে। ৪১ টি পদের ছাড়পত্রের জন্য মন্ত্রণালয়ে ০৫-০৯-১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণির ৩৩৪টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অপেক্ষায়। ১ম ও ২য় শ্রেণির ৫টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের অপেক্ষায়। উল্লেখ্য যে, মবকতে কোন সাল পর্যন্ত নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ ছিল এবং কোন সাল থেকে নিয়োগ কার্যক্রম চালূ করা হলো এ বিষয়ে যাবতীয় তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন)
		২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের ০৪-০৩-১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনার আলোকে শূন্য পদের বিপরীতে সুস্পষ্ট নিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।	২। মন্ত্রণালয়ের চাহিত অনুযায়ী মবক'র নিয়োগ কর্মপরিকল্পনা গত ০৪-০৭-১৯ তারিখ নৌপমে প্রেরণ করা হয়েছে।	
		৩। নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ দেয়ার জন্য সংস্থা প্রধান, নিয়োগ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মনোনিত প্রতিনিধিকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।	৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে মবক'র নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।	
		৪। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিটি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩/৪ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করতে হবে।	৪। নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	
		৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদিত প্রার্থীর বিপরীতে বোর্ডের সকল সদস্য আলোচনার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন।	৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় বোর্ডের সকল সদস্য মেধার ভিত্তিতে পৃথকভাবে নম্বর প্রদান করবেন। পরবর্তীতে উক্ত নম্বরসমূহ আহবায়কের কাছে প্রদানের পর নম্বর গড় করে প্রার্থীকে নম্বর প্রদান করতে হবে।	
		৬। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	৬। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।	
		৭। শূন্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যে, সম্ভব হলে ৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	৭। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	
		৮। লিখিত পরীক্ষার জন্য BUET অথবা IBA এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	৮। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত IBA/ITT, KUET সহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	
		৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।	
		১০। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ সভা থেকে শুরু করে আবেদন যাচাই-বাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ফলাফল চুড়ান্তকরণ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত নিশ্চিত করতে হবে।	১০। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।	
		১১। টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে।	১১। নির্দেশনা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়।	
		১২। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।	১২। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ১৬-০৯-১৯ তারিখ হতে ০৬ দিন ব্যাপী নবনিয়োগকৃত ৩৫ জনের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়েছে।	
		১৩। সকল দপ্তর/সংস্থাকে প্রতি মাসে তাদের নিয়োগের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	১৩। প্রতি মাসে নিয়োগের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের সভায় উপস্থাপন করা হয়।	

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
৫.	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে	১। দপ্তর/ সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা নিবেন। ২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক / ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) সভাপতিত্বে বিআইডব্লিউটিসিতে ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা জরুরী ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে কমিয়ে আনতে হবে।	১। মবক'র অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণের তথ্যাদি নিম্মে দেওয়া হলোঃ- ১। (ক) আগস্ট-১৯ মাসে ০৫ টি আপত্তির মিমাংসাপত্র পাওয়া গিয়েছে। (খ) ০২-০৯-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ২২০টি। যার বিভাজন নিম্নরুপঃ i) সাধারণ আপত্তি ১১৫ টি। ii) অগ্রিম আপত্তি ৮৯ টি। iii) সিএজি রির্পোটভুক্ত ১৬ টি। ২। স্থানীয় রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর হতে ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তা গত ০৯-০৭-২০১৯ হতে ০৮-০৮-২০১৯ পর্যন্ত মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ২০১৭-১৮ সালের বিভিন্ন কার্যক্রমের নিরীক্ষা কার্যসম্পাদন করেন। উক্ত নিরীক্ষা দল কর্তৃক ০২-০৯-১৯ তারিখ পর্যন্ত কোন নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। ৩। বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়।	নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ
৬.	মামলা সংক্রান্ত	সংস্থা ভিত্তিক মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করতে হবে। মামলার হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বিভিন্ন আদালতে মবক সংশ্লিষ্ট ১৭৪ টি মামলা চলমান আছে। (তন্মধ্যে সচিব মহোদয় বিবাদী হিসেবে মামলা-৩৪ টি)। মবক বাদী হিসেবে মামলা-৭২ টি। মবক বিবাদী হিসেবে মামলা-১০২ টি। আগস্ট ২০১৯ মাসে নতুন ০১টি মামলা দায়ের হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত জানুয়ারি ১৯ থেকে আগস্ট ১৯ পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ০৭ টি। এছাড়া মবক'র খুলনাস্থ সম্পত্তির উপর অবৈধভাবে বসবাসরত মহাজের কলোনী উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক খুলনা কে পত্র দেওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক কর্তৃক উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেন। আল-বারাকার নামে বরাদ্দকৃত জায়গা উচ্ছেদের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট এর বরাবর পত্র প্রেরণের কার্যক্রম চলমান।	ই আর শাখা

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
৭.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে আরো সতর্ক হতে হবে। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না। ৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা নিতে হবে। ৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন। ৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়নযোগ্য না হয় বা সে বিষয়ে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। ৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে পর্যালোচনা সভা করতে হবে।	১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। ২। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ০৪টি প্রতিশ্রুতির নিম্নরুপভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। ক) **যে কোন উপায়ে মোংলা বন্দরকে সচল রাখা-** মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে এবং সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড সংখ্যক ৯১২ টি জাহাজ এবং ১১৩.১৫ লক্ষ মেট্রিকটন কার্গো, এবং ৫৭৭৩৫ টিইইজ কন্টেইনার হ্যান্ডেল করা হয় এবং ৩১৬ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। খ) **মোংলা বন্দরের কার্যকরী ব্যবহার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা**- মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। গত ২০০৯ সাল হতে ক্রমাগত জাহাজের সংখ্যা, কার্গোর পরিমান ও রাজস্ব আয় প্রতি বছর প্রায় ২৫%-৩০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৯ সাল পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে ১৭টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৫০টির অধিক উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন, ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন এবং ০২টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। গ) **(১) মোংলা উপজেলার পশুর নদী ড্রেজিং করা**- মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নভেম্বর-২০১৩ হতে জুন-২০১৯ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে মোট ৭৯.১৭ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। হিরণ পয়েন্টের নীলকমলখালে ০.৪৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জেটির সম্মুখে ১.২৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতার জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটি অধীনে প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী পথে ৩৮.৮০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের মাটি ফেলার জন্য ডাইক নির্মান ও সার্ভে কাজ চলমান। জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের মধ্যে ৩.৫০ লক্ষ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মোংলা বন্দরের চ্যানেলের ৮.৫ মিটার সিডি গভীরতা অর্জনের লক্ষ্যে “পশুর চ্যানেলে ইনারবারে ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভবিষ্যতে পুরো চ্যানেলটিতে ১০মিটার পর্যন্ত নাব্যতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোন নির্দিষ্ট কোম্পানী/সংস্থাকে ড্রেজিং এর দায়িত্ব দিলে যত জাহাজ মোংলা বন্দরে আগমন করবে উক্ত জাহাজসমূহের চুক্তি অনুযায়ী লভ্যাংশ বর্ণিত কোম্পানীকে দিতে হবে। এত একদিকে জাহাজ আগমনের খরচ অনেক কমবে এবং অন্যদিকে জাহাজের সংখ্যা ও বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পাবে। **(২) প্রতিবছর পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং করা-** মোংলা বন্দর চ্যানেলে ২০০৯ সাল হতে ৮০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। আউটার বার ও জয়মনিরগোল এলাকায় এবং মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ১১৭.৩১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। নিজ অর্থায়নে জেটি সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার এবং হিরনপয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে। এছাড়া “ পশুর চ্যানেলে ইনারবারে ড্রেজিং” শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২১৬.০৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে। ২০২২-২৭ পর্যন্ত ইনারবার ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। **ঘ) দেশের দক্ষিণ পশ্চিমা অঞ্চলের জন্য একটি ধারণা পত্র তৈরী**- মোংলা বন্দর হতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্রগত ০২-০৮-২০১৭ তারিখে সূত্র নং-১৮. ১৪. ০১৫৮. ১২৪. ২৭. ০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ০৭টি জেলার উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত ধারণাপত্রে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশপাশি ফ্লাইওভার, টার্মিনাল, ইন্ডাস্ট্রি, ডাইভারশন রোড, ট্যুরিজমসিটি, ট্যুরিজম ইকোপার্ক, আধুনিক বিল্ডিং, টাওয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে মবকতে সভা অনুষ্ঠিত হয়।	পরিকল্পনা প্রধান

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
৮.	মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত	১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/ সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন নিকস ফন্টে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে। ৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	১। (ক) মবক আইন ২০১৯ (খসড়া) গত ১৯-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভায় কতিপয় সংশোধণীসহ নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সভার অনুমোদন মোতাবেক পরিছন্ন মবক আইন-২০১৯ (খসড়া) আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্তে সারসংক্ষেপসহ সচিব, নৌপম মহোদয়ের স্বাক্ষরের জন্য নথি উপস্থাপিত হয়েছে। (খ) The Protection of Ports (Special Measures) Act. 1948 এর বিষয়ে নৌপম কর্তৃক ১৯-০৩-১৯ তারিখে তথ্যাদি চেয়ে পত্র প্রেরণ করেছেন। চাহিত তথ্যাদি গত ০১-০৪-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে নৌপম এর গত ১৭-০৬-১৯ তারিখের পত্রের প্রেক্ষিতে চাহিত তথ্যাদি মবক হতে বিল আকারে প্রস্তুত করে গত ০৯-০৭-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। ২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নীতিগত অনুমোদনের জন্য নৌপম এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩। বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।	ও এন্ড এম শাখা
৯.	ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সংক্রান্ত	১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে। ২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে। ৩। ব্লু- ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।	১। মবক হতে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত নৌপম এ প্রেরণ করা হয়। ২। বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। ৩। ব্লু- ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখে নৌপম এর প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম সকল সংস্থার সমন্বয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। নৌপম সংশ্লিষ্ট ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রমের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মবক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। ব্লু-ইকোনমি অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে মবক'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শেখ মাসুদ উল্লাহ, সহকারী পরিকল্পনা প্রধান এর যোগাযোগ রয়েছে ।	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
১০.	আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত:	ক। যে আইনগুলো এখনও বাংলায় যুগোপযোগি করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। খ। আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে। গ। আইন ও বিধি প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এর মতামত নিতে হবে । ঘ। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	বিষয়টি ক্রমিক নং-৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।	
১১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে BIWTA,BIWTC,CPA,MPA কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে বলা হয়। ২। APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। উক্ত বিষয়ে সকলের তদারকি বাড়াতে হবে। ৩। APA ১০০% বাস্তবায়ন করতে হবে। ৪। BIWTA,BIWTC,CPA,MPA কে কাজের সার্বিক উন্নয়ন করতে হবে। APA বাস্তবায়নে সবাইকে সতর্ক হতে হবে। প্রতি মাসে এর অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	মবক'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন জুলাই-মার্চ ১৯ গত ১৫-০৪-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও আপডেটকরণের লক্ষ্যে গত ২১-০৪-১৯ তারিখে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিম গঠন করা হয়। গত ২৩-০৬-১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সাথে মবক'র এপিএ ২০১৯-২০ অর্থবছরের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ এপিএ এর ৪র্থ কোয়ার্টার প্রতিবেদন গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে পত্র সংখ্যক-১৮০৮ এর মাধ্যমে নৌপমে প্রেরণ করা হয়েছে।	পরিকল্পনা প্রধান

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
১২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	১। দপ্তর/ সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারণা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/ সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। শুদ্ধাচারঃ মবক তে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে স্কোরের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দুই গ্রেডের দুইজন কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। গত ২৭-০৬-১৯ তারিখে মবক'র ওয়েব সাইটে মনোনীত কর্মচারীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রত্যেক দপ্তরে সপ্তাহে তিনদিন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের হাজিরা নিতে হবে এবং প্রশিক্ষণের বিষয় উল্লেখ করতে হবে। ই-টেন্ডারিং : মবকতে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে ৪৮টি, চলমান আছে ৩৬টি। আগামি তিন মাসের মধ্যে প্রত্যেক বিভাগকে ই-টেন্ডারিং জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ১লা জানুয়রি ২০২০ সাল থেকে সব টেন্ডার ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। সিপিটিইউ এর সাথে যোগাযোগ করে ই-জিপির মাধ্যমে শতভাগ টেন্ডারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অনলাইন সেবাঃ মবকতে ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি দুটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথাঃ ক। আমদানিকৃত মালামাল ট্রাক/ট্রেইলারে লোড করার পর নিরাপত্তা মেইন গেইট থেকে বের হবার জন্য e-cart ticket ব্যবস্থা। এবং খ। Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, শিপিং এজেন্ট কর্তৃক C&F এজেন্ট এর অনুকূলে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান কার্যক্রম Online এ সম্পন্ন করা হচ্ছে। ই-ফাইলিং : আগস্ট-১৯ মাসে স্ব উদ্যোগে সৃজিতনোট ৩৭৫, নোট নিষ্পন্ন-৩৬৬টি, ডাক নিষ্পন্ন-৬৭৬টি, ডাক হতে নোট সৃজন–৪১টি ও পত্র জারী- ১২৯টি, ইমেইল ও অন্যান্য-৮টি। উল্লেখ্য যে, সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মবক'র কোন বিভাগের ই-নথির নোট পেন্ডিং রাখা যাবে না। সকল নোট নিস্পন্ন করতে হবে। উদ্ভাবনী ধারনাঃ মবকতে বর্তমানে ইনোভেশন টীম কর্তৃক ০৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যথাঃ- (ক) পেনশন সহজীকরণ- i. পিআরএল এর মঞ্জুরের খসড়া অফিস আদেশ যাচাই ও জারীর ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৪৮ টি। অনুমোদিত ধাপ ১১টি। ii. অবসর সংক্রান্ত অফিস আদেশ যাচাই, জারী ও তদসংক্রান্ত কার্যাদির প্রচলিত ধাপ ৪৮ টি। অনুমোদিত ধাপ ১১ টি। iii. অবসরভাতার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৪৭ টি। অনুমোদিত ধাপ ১৯টি। iv. বিল, ভাউচার ও চেক প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৩১ টি। অনুমোদিত ধাপ ১২ টি। (খ) জেটির পাড় ধ্বস রোধঃ- জেটির পাড় ভেঙ্গে নিয়মিত ভূমি ধ্বসের ফলে নাব্যতা রক্ষা দুরূহ পর্যায়ে ছিল। সীট পাইলিং এর মাধ্যমে যা প্রতিরোধ করতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭০ কোটি টাকা। বর্তমানে বল্লি দিয়ে একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে উক্ত ভূমি ধ্বস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এবং (গ) ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট, বিদ্যমান ওয়্যার হাউজকে দ্বিতল কার পার্কিং সুবিধায় রূপান্তর করা। উল্লেখ্য যে, মবক'র যে সমস্ত উদ্ভাবনী প্রকল্প পাইলটিং হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া ইনোভেশন টিমে হারবার ও মেরিন বিভাগে একজন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সভাপতি, সিবিএ অনুরোধ জানান যে, পেনশন সহজীকরণ করার জন্য ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু করতে হবে। পরবর্তী মাসিক সমন্বয় সভায় ইনোভেশনের নতুন আইডিয়াসমূহ চিহ্নিত করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিবেদন পেশ করাতে হবে।	সকল বিভাগ / কোষ প্রধান ইনোভেশন টিম
		২। কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	২। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে স্কোরের ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দুই গ্রেডের দুইজন কে মবক কর্তৃক শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ২৭-০৬-১৯ তারিখে মবক'র ওয়েব সাইটে পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে।	

<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>গৃহীত সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা</th></tr>
<tr><td>১৩.</td><td>তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই)</td><td>তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।</td><td>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>১৪.</td><td>অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত</td><td>প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়।</td><td>প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তরে প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়।</td><td>ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা</td></tr>
<tr><td>১৫.</td><td>এডিপি বাস্তবায়ন</td><td>চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে।</td><td>২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত টাকা ৯৯.৮৭% বাস্তবায়িত হয়েছে।</td><td>পরিকল্পনা কোষ</td></tr>
<tr><td>১৬.</td><td><u>বিবিধঃ</u></td><td>ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছর শেষের দিকে হওয়ায় বিষয়টি বিবেচনা করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এই অর্থ বছরে গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।
খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শণ শেষে জরুরী ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
গ) ঝড় ঝঞ্জা হতে নৌদুর্ঘটনা রোধ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
ঘ) নৌদুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য মাইক, টেলিভিশন ও রেডিওতে বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রাম প্রচার করতে হবে।
ঙ) নৌনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্লাকার্ড ও ব্যানারে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
চ) মাসে ০১ দিন “নদী পরিষ্কার দিবস” উদযাপন করতে হবে।
ছ) নদীর পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা করতে হবে।
জ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখতে হবে।
ঝ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে।
ঞ) জাহাজে বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে।</td><td>ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজ জোরদার করা হয়েছে।
খ) বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।
গ) ঝড় ঝঞ্জা হতে নৌদুর্ঘটনা রোধে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
ঘ) নৌদুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।
ঙ) ড্রইং ডিজাইনের জন্য কনসালটেন্ট হতে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র আহবান কার্যক্রম চলমান।
চ) ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
ছ) বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়।
জ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রয়েছে।
ঝ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা আছে।
ঞ) ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।</td><td>পরিকল্পনা প্রধান ও হারবার মাস্টার</td></tr>
<tr><td>১৭.</td><td>ঢাকায় মবক’র লিঁয়াজো অফিস কাম-রেস্ট হাউজের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে।</td><td>
<table>
<tr><th>পদের নাম</th><th>অনুমোদিত পদ</th><th>কর্মরত</th><th>শূন্যপদ</th></tr>
<tr><td>লিয়াজো অফিসার</td><td>১</td><td>১
সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত</td><td>১</td></tr>
<tr><td>কেয়ারটেকার</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td></tr>
<tr><td>এলডিএ কাম-কম্পিঃ অপাঃ</td><td>১</td><td>-</td><td>১</td></tr>
<tr><td>ড্রাইভার</td><td>১</td><td>১</td><td>০</td></tr>
<tr><td>কুক</td><td>১</td><td>১</td><td>০</td></tr>
<tr><td>বেয়ারা</td><td>২</td><td>১</td><td>১</td></tr>
<tr><td>সুইপার</td><td>১</td><td>১</td><td>০</td></tr>
</table>
</td><td>ঢাকায় মবক’র লিঁয়াজো অফিস কাম- রেস্ট হাউজের শূন্য পদের জনবল দ্রুত পূরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</td><td>পরিচালক (প্রশাসন)</td></tr>
</table>

ক্রঃ নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন বিভাগ/ শাখা
১৮.	ঢাকাস্থ মবক'র লিঁয়াজো অফিস কাম- রেস্ট হাউজের ফ্লাট/ফ্লোর ক্রয় সংক্রান্ত	ঢাকাস্থ মবক'র লিঁয়াজো অফিস কাম- রেস্ট হাউজের জন্য ক্রয়কৃত ফ্লাট/ফ্লোর বিষয়ে গঠিত কমিটি এবং সিবিএ এর সাধারণ সম্পাদক নির্ধারিত ফ্লোরটি পরিদর্শনসহ যাবতীয় বিষয়াদি যাচাই-বাছাই করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন মর্মে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।	আগামি এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকাস্থ মবক'র লিঁয়াজো অফিস কাম- রেস্ট হাউজের জন্য ক্রয়কৃত ফ্লাট/ফ্লোর পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	গঠিত কমিটি ও সিবিএ
১৯.	সরকারি দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।	গত ২০-০৮-২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাধারণ অধিশাখার পত্র সংখ্যক-৮০০ এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সচিব-সভা এবং ইনোভেশন সংশ্লিষ্ট সভাগুলোতে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে নতুন ও পুরাতন গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র, দলিলাদি স্ক্যান করে সফটকপি সার্ভারে/হার্ডডিস্কে সংরক্ষণ এবং হার্ডকপি প্রয়োজনে বাধাই করে বা সুন্দরভাবে নথিপত্র গুছিয়ে ধূলাবালি মুক্তভাবে সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে।	মবক'র প্রত্যেক বিভাগে পুরাতন নথিসমূহ স্ক্যানিং করে কম্পিউটারে নথিভুক্ত করতে হবে। আগামি ২০২১ সালের মধ্যে মবক'র প্রত্যেক বিভাগের যাবতীয় কাজকর্ম ই-নথির মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে এবং সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামি ২০২১ সালের মধ্যে সকল দপ্তর/সংস্থা পেপার লেস দপ্তর হিসেবে গন্য হবে।	সকল বিভাগ/কোষ প্রধান

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/ ১৭-০৯-১৯
চেয়ারম্যান

নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮- সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ।

বিতরণ : বিভাগ/কোষ/শাখা প্রধান:

..... মবক, মোংলা।

অনুলিপি:

১। সদস্য ( ), মবক, মোংলা।
২। পরিচালক (প্রশাসন), মবক, মোংলা।
৩। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, মবক, মোংলা।

স্বাক্ষরিত/ ১৭-০৯-১৯
পরিচালক (প্রশাসন)